সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

25th August 2016

মকবুল হজ্বের নিদর্শন সমূহ

(Bangla)

মকবুল হজ্বের নিদর্শন সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: "যে ব্যক্তি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে তার উচিত আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। কেননা, দরূদ শরীফ পাঠ বিপদ-আপদ এবং বালা-মুসীবত সমূহকে প্রতিরোধ করে।" (আল কওলূল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫)

শাফী ও নাফী হো তুম কাফি ও ওয়াফি হো তুম দরদ কো করদো দাওয়া তুম পে করোড়ো দরূদ

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন নেক আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে, সাওয়াবও তত বেশী পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত

❋ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ❋ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ❋ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ❋ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ❋ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ❋ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিরাশ না হওয়া হাজী

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজ রচিত "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত" এর ৯৬ পৃষ্ঠায় এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা উদ্ধৃতি করে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি ধারাবাহিক চৌদ্দ (১৪) বৎসর যাবৎ হজ্জ এর মহান সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য হচ্ছিলাম এবং প্রতি বছরই এক দরবেশকে সম্মানিত কাবার দরজা আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতাম। যখন তিনি "لَبَّيْكَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك ط لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْك ط اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك ط لَاشَرِيْكَ لَك ط" বলতেন তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনা যেতো "لَا لَبَّيْك"। আমি চৌদ্দতম (১৪) বছরে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে দরবেশ! তুমি বধির তো নও? সে উত্তর দিলো: আমি সব কিছুই শুনতে পাচ্ছি। আমি বললাম: তবে এমন কষ্ট কেন করছো? সে বললো: জনাব! আমি শপথ করে বলতে পারি যে, যদি চৌদ্দ বছর কেন আমার বয়স যদি চৌদ্দ হাজার (১৪০০০) বছরও হয় এবং

বছরে একবার নয় প্রতিদিন হাজারবারই (১০০০) যদি এই উত্তর "لَا لَبَّيْك" শুনি তবুও এই দরজা থেকে মাথা উঠাবো না। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তখনও আমরা কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলাম হঠাৎ আসমান থেকে একটি কাগজ ঐ ব্যক্তির বুকে এসে পড়লো। সে কাগজটি আমার দিকে বাড়ালো, আমি পড়লাম, আর এতে লিখা ছিলো: "হে মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ! তুমি আমার বান্দাকে আমার থেকে পৃথক করে দিচ্ছো ? আমি তার চৌদ্দ বছরের হজ্ব কবুল করিনি এমন নয়, বরং এই সময়ে আসা সকল হাজীদের হজ্বও তাঁর আহ্বানের বরকতে কবুল করেছি যেন কেউ আমার দরবার থেকে বঞ্চিত ফিরে না যায়।"

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত, ৯৬ পৃষ্ঠা)

মাগফিরাত কা হোঁ তুজ সে সুয়ালি, ফের না আপনে দর সে না খালি।
মুঝ গুনাহ গার কি ইলতিজা হে, ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্বের সময় খানায়ে কাবার মোবরক দরজা আকঁড়ে ধরে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে কোন সাধারণ মানুষ, কিন্তু আসলে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মকবুল বান্দার আপন প্রতিপালকের রহমতের প্রতি বিশ্বাস এবং সেই স্বত্ত্বার প্রতি সুধারণার দৃশ্য তো দেখলেন; যে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি এবং **খোদার** নৈকট্য পাওয়ার জন্য, হজ্বের আরাকান সমূহ সম্পাদনে, খানায়ে কাবার তাওয়াফ করার জন্য এবং এই সম্মানিত ঘরের যিয়ারত দ্বারা নিজের চোখকে শীতল করার টানে লাগাতার ১৪ বছর থেকে এখানে এসে দয়া ও অনুগ্রহের আশায়-

"لَبَّيْكَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ط اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ط لَاشَرِيْكَ لَكَ ط"

এই বাক্য বারবার বলতে থাকতো এবং প্রতিউত্তরে "لَا لَبَّيْك" এর আওয়াজ শুনতে থাকে, কিন্তু তবুও **আল্লাহ তাআলার** রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার পরিবর্তে ধৈর্য্য ও সন্তুষ্টির মূর্তপ্রতিক হয়ে এক কদমও পিছনে হটলো না।

www.dawateislami.net

অবশেষে পরীক্ষার সেই চরম পর্যায়ে সে খুবই ভালভাবে সফল হলো এবং **আল্লাহ তাআলার** সেই মুখলিস বান্দার বিনয়, নম্রতা এবং অটলতা সহকারে হারামে কাবায় "لَبَّيْكَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ط اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ط لَاشَرِيْكَ لَكَ ط" এই বাক্য বারবার বলতে থাকাটা পছন্দ হয়ে গেলো, আর **খালিক ও মালিক আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এমন অতুলনীয় মকবুলিয়্যত (গ্রহণযোগ্যতা) দ্বারা ধন্য করলেন যে, তার একনিষ্ট আহবানকে হাজীদের হজ্ব কবুলিয়্যতের মাধ্যম বানিয়ে দিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্ব, ইসলামের ফরয সমূহের একটি মৌলিক ফরয এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এই ফরয আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর লাখো মুসলমান একই পোষাকে জাত ও বর্ণের পার্থক্যকে মিটিয়ে এবং পরস্পরের অনৈক্যকে ভুলে হারমের পবিত্রভূমিতে একত্রিত হয়। যাদের মিলন ও একতার হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য দেখে দুনিয়া আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এই মুহুর্তটি হাজীদের জন্য কোন মহান নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, কেননা **আল্লাহ্ তাআলার** দরবার থেকে এই সৌভাগ্যবানদের প্রতি বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ হয়ে থাকে এবং তাদের হজ্বের পরিবর্তে এমন আজিমুশ্শান নেয়ামতরাজি দ্বারা ধন্য করা হয় যে, যা শুনার পর অনেক হজ্বের সামর্থ্য ও ক্ষমতাহীন মুসলমানের মন ও মননেও সেই সম্মানিত স্থানের যিয়ারতের আকাংখা জেগে উঠে। আসুন! এবার হজ্বের ফযিলত এবং হাজীদের প্রাপ্ত নেয়ামত সম্পর্কে ৪টি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রবণ করি, যেন আমাদের মাঝেও হজ্বের সৌভাগ্য অর্জনের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায়:

﴾১﴿ হাজী নিজ পরিবারের মধ্য থেকে ৪০০ (মুসলমানের) শাফায়াত করবে এবং গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন সেই দিনের মতো, যেদিন মায়ের পেট থেকে জন্ম লাভ করেছিলো। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল হজ্ব ও ওমরা, প্রথম অধ্যায়, ফাযায়িলে হজ্ব, ৫ম অংশ, ৩/৭, হাদীস নং-১১৮৩৭)**

﴾২﴿ হজ্ব করো, কেননা হজ্ব গুনাহ সমূহকে এমনভাবে ধূয়ে দেয়, যেভাবে পানি ময়লাকে ধূয়ে দেয়। **(মু'জামুল আওসাত, মিন ইসমুহুল কাসিম, ৩/৪১৬, হাদীস নং-৪৯৯৭)**

www.dawateislami.net

﴾৩﴿ যখন তোমরা কোন হাজীর সাথে সাক্ষাত করো, তখন তার সাথে সালাম ও মুসাফাহা করো এবং তাকে বলো যে, যেন নিজের ঘরে প্রবেশের পূর্বে তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে, কেননা তার হাজ্বীর মাগফিরাত হয়ে গেছে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাসিক, ৩য় অধ্যায়, ১/৪৭২, হাদীস নং-২৫৩৮)

﴾৪﴿ যে হজ্বে যাওয়ার নিয়্যতে বের হলো, অতঃপর মারা গেলো তবে **আল্লাহ তাআলা** কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য হজ্ব সম্পাদন কারীর সাওয়াব লিখে দিবেন এবং যে ওমরার নিয়্যতে বের হলো, অতঃপর মারা গেলো তবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ওমরা সম্পাদনকারীর সাওয়াব লিখা হবে।

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে আবি হুরায়রা, ৫/৪৪১, হাদীস নং-৬৩২৭)

ফির আ'তা কর দি'জিয়ে হজ্ব কি সা'আদাত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
হো মদীনে কি ইজাযত ভি এনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
হজ্ব কা মৌসিম আ'গেয়া হুজ্জাজ নে বান্ধি কমর,
মেরে হজ্ব কি ভি কোয়ি হো জায়ে সুরত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনার শুনলেন তো! **আল্লাহ তাআলা** আপন ঘরের হাজীদের কিভাবে সৌভাগ্য ধন্য করা হয়, না শুধু তাদের হজ্ব কবুল করেন বরং কিয়ামতের দিন তাদের শাফায়াতের অধিকারও দান করেন, যেহেতু এই ব্যক্তিগন মাগফিরাতের সনদ নিয়েই ফিরে আসেন, সেহেতু মুসলমানদেরকে তাদের দোয়ায় অংশ নেয়ার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যখন আমাদের কোন ইসলামী ভাইয়ের হজ্ব থেকে ফিরার সংবাদ পাই, তবে নিজের ব্যস্ততা থেকে কিছু সময় বের করে তার সাক্ষাতে যাওয়া উচিৎ, তাকে মোবরকবাদ দেয়া উচিৎ এবং নিজের জন্য ঈমানের সালামতি (নিরাপত্তা), গুনাহ থেকে মুক্তি, মক্কার যিয়ারত ও চল মদীনার ইত্যাদির মতো ভালো ভালো দোয়াও করানো উচিৎ, হয়তো **আল্লাহ তাআলা** তাঁর এই প্রিয় বান্দার দোয়ার বরকতে আগামী বছর আমারও কা'বা শরীফ এবং রওযায়ে রাসূলের হাজিরি এবং যিয়ারতের সৌভাগ্য দান করে দেন।

www.dawateislami.net

বর্ণনাকৃত শেষ হাদীসে পাক হতে এটাও জানতে পারলাম যে, হজ্বের নিয়্যতে বের হওয়ার পর ইন্তিকালকারীরা তো সোনায় সোহাগা হয়ে যায়, কেননা তাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজ্ব সম্পাদনকারীর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যার উপর নামায আদায় করা ফরয, তার জন্য না শুধু নামাযের প্রয়োজনীয় আহকাম শেখা ফরয বরং নামাযরত অবস্থায় এই আহকাম গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন এবং আবশ্যক, যেন তার নামায **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে কবুলও হয়ে যায় এবং তার নামায আদায়ের ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা ও ফযিলতও যেন অর্জিত হয়, এমনিভাবে যার উপর হজ্ব ফরয, তারও হজ্বের প্রয়োজনীয় আহকাম শেখা ও হজ্ব পালনাবস্থায় এর প্রতি মনযোগ দেয়াও অত্যন্ত জরুরী, যেন এতে তার উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জিত হয় এবং **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে তার হজ্ব কবুলিয়্যতের মর্যাদা লাভ করে, দূভাগ্যজনক ভাবে কিছু মূর্খ মুসলমান নামায, রোযা, হজ্ব এবং যাকাতের মাসআলা শিখতে জেনে বুঝেই অলসতা করে, যার কারণে খুব সম্ভবত হয়তো তাদের ইবাদত সমূহে এমন কোন ভুল হয়ে যায়, যাতে তার সেই ইবাদতই নষ্ট হয়ে যায়, বরং অধিকাংশ সময় এমনই হয় যে, যদি কোন হিকাংখী ইসলামী ভাই এমন মূর্খদের সংশোধন করে বলে যে, অমুক ভুলের কারণে আপনার এই ইবাদত নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তখন তারা বলে, **আল্লাহ তাআলা** কবুলকারী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমল কবুলকারী স্বত্ত্বা একমাত্র **আল্লাহ তাআলাই**, কিন্তু এ সম্পর্কিত শরীয়াতের আহকামও তো **আল্লাহ তাআলা** ও তাঁর **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের মাসআলা খুব ভালভাবেই শেখা এবং **আল্লাহ তাআলা** ও তাঁর **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশিত পদ্ধতিতেই আমল করা এবং নিজের পক্ষ থেকে সকল সর্তকতা অবলম্বন করা আর নিজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আদায় করার পর **আল্লাহ তাআলা**র রহমতে এই আমল সমূহ কবুলিয়্যতের সর্বোচ্চ আশা রাখা এবং

www.dawateislami.net

আমলের কবুলিয়্যতকে **আল্লাহ তাআলার** বধান্যতার দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া। মনে রাখবেন! জেনে শুনে মাসআলা শেখার ব্যাপারে অলসতা করা এবং ইবাদত অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে আদায় করার পর কবুলিয়্যতের আশা করা বিচক্ষণতা নয়। ইবাদত সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করার জন্য শরীয়াতের মাসআলা শেখা কিরূপ আবশ্যক, তার অনুমান এই বিষয় থেকে গ্রহন করুন যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হজ্বের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এর মাসআলা শেখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন..

দ্বীনের অংশ বিশেষ

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হজ্বে মাসআলা শিখো। কেননা, তা তোমার দ্বীনের অংশ বিশেষ।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল হজ্ব ও ওমরাহ, ৩য় অধ্যায়, ৫ম অংশ, ৩/১২, হাদীস নং- ১১৮৯৩)

আসুন! প্রথমে আমরা হজ্ব আদায়ের শর্তসমূহ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তাবলী

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হজ্ব ফরয হওয়ার আটটি (৮) শর্ত রয়েছে, যখন এর সকল শর্তসমূহ পাওয়া যাবে, তখনই হজ্ব ফরয হবে নয়তো নয় এবং এই আটটি (৮) শর্ত হচ্ছে: (১) মুসলমান হওয়া (২) সুস্থ হওয়া (অর্থাৎ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরাপদ থাকা, অন্ধ না হওয়া, কেননা বিকলাঙ্গ ও প্যারালাইসিস রোগি এবং যার পা কাটা আর বৃদ্ধের উপর অর্থাৎ যে নিজে নিজেই বাহনের উপর বসতে পারে না, তাদের উপর হজ্ব ফরয নয়) (৩) বিবেকবান হওয়া (অর্থাৎ পাগল না হওয়া, কেননা পাগলের উপর হজ্ব ফরয নয়) (৪) বালিগ হওয়া (অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া) (৫) আযাদ হওয়া (অর্থাৎ গোলাম ও দাসির উপর হজ্ব ফরয নয়) (৬) সফরের খরচের মালিক হওয়া এবং বাহনেরও ব্যাপারে সক্ষম হওয়া (৭) অমুসলিম দেশে না হওয়া বা অমুসলিম দেশে হওয়ার পরও সে জানে যে,

www.dawateislami.net

ইসলামের ফরযগুলোর মধ্যে হজ্ব আদায় করাও একটি ফরয। আর যদি সে তা না জানে তবে তার উপর হজ্ব ফরয হবে না। (৮) হজ্বের সময় হওয়া (অর্থাৎ হজ্বের সময়ে এই সকল শর্ত পাওয়া)। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/১০৩৬-১০৪৩, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্ব একটি মহান ইবাদত হওয়ার পাশাপাশি দোয়া কবুলিয়্যতের ক্ষেত্রে অনেক স্থানে উপস্থিতিরও মাধ্যম, হাতিমে কাবা হোক বা মি'যাবে রহমত, মাকামে ইব্রাহীম হোক বা আরাফাতের ময়দান, মীনা হোক বা মুজদালিফা, হেরা গুহা হোক কিংবা মক্কায়ে মুকাররমার সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী উপত্যকা, মোটকথা সর্বস্থানেই মুষলধারে **আল্লাহ তাআলার** রহমতের বর্ষণ হতে থাকে, হাজীদের জন্য দিন রাত দোয়ার কবুলিয়্যত এবং রহমত ও সন্তুষ্টির দরজা খোলাই থাকে, আর ক্ষমা ও মাগফিরাতের বার্তা বন্টন হতে থাকে। সুতরাং হাজীদের উচিৎ, সেই মুহূর্তকে গণিমত (অমূল্য সম্পদ) মনে করে নিজের জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য কান্নাকাটি করে করে দোয়া করা, বিশেষ করে এই দোয়া করতে ভুলবেন না যে, **হে আল্লাহ্!** এই হজ্বকে আমার জন্য হজ্জে মাবরুর অর্থাৎ মকবুল হজ্ব করে দাও। কেননা, হজ্জে মাবরুরের অনেক ফযিলত ও গুরুত্ব রয়েছে, এই জন্যই হজ্ব পালনের সময় বারবার এই দোয়া পড়া হয়:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حَجًّا مَبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ

অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! আমাকে হজ্জে মাবরুর (অর্থাৎ মকবুল হজ্ব) নসীব করো, আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও, আমার চেষ্টা কবুল করো এবং আমাকে এমন ব্যবসা নসীব করো যাতে কখনো ক্ষতি হয় না। (বেহেশতের কুঞ্জি, ১০৭ পৃষ্ঠা)

দেখা হার বরস তু হারম কি বাহারেঁ, তু মক্কা মদীনা দেখা ইয়া ইলাহী!
শরফ হার বরস হজ্ব কা পাও খোদায়া, চলে তৈয়্যবা ফির কাফেলা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মকবুল হজ্বের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে মোবরকার হজ্জে মাবরুর অর্থাৎ মকবুল হজ্বের ফযিলত এবং এই হজ্ব দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এর বর্ণনাও রয়েছে। আসুন! এবার মকবুল হজ্বের ফযিলত সম্পর্কিত আরো তিনটি (৩) হাদীস শরীফ শুনি এবং আন্দোলিত হই। যেমনিভাবে...

(১) **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মকবুল হজ্বের সাওয়াব জান্নাত থেকে কম নয়। আরয করা হলো: মকবুল দ্বারা কি উদ্দেশ্য? ইরশাদ করলেন: এমন হজ্ব, যাতে আহার করানো হয় এবং উত্তম কথাবার্তা বলা হয়।" (মু'যামুল আউসাত, মিন ইসমুহু মুসা, ৬/১৭৩, হাদীস নং-৮৪০৫)

(২) **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মকবুল হজ্বের প্রতিদান হলো জান্নাত। সাহাবায়ে কিরামগন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মকবুল হজ্ব কি? ইরশাদ করলেন: এমন হজ্ব যাতে (ক্ষুধার্তকে) আহার করানো হয় এবং সালামকে (ব্যাপক) প্রসার করা হয়।" (কানযুল উম্মল, কিতাবুল হজ্ব ও ওমরা, ১ম অধ্যায়, ৫ম অংশ, ৩/৭, হাদীস নং-১১৮৩০)

(৩) **আল্লাহ তাআলার** নিকট সবচেয়ে উত্তম আমল সেই ঈমান, যার মধ্যে (কোন) সন্দেহ নেই, সেই যুদ্ধ, যার মধ্যে খেয়ানত হবে না এবং মকবুল হজ্ব।

(ইবনে হাবান, কিতাবুস সায়র, ৭/৫৯, হাদীস নং-৪৫৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ তাআলা** আপন বান্দাদের সৌভাগ্যমণ্ডিত করার জন্য কি কি মাধ্যম সৃষ্টি করে রেখেছেন, নিঃসন্দেহে এসব তাঁরই তো দয়া ও অনুগ্রহ যে, লাখো লাখ আশিক প্রতি বছর তাঁরই পাক দরবারে হাজিরির সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, তাছাড়া বিভিন্ন পবিত্রতম স্থানে গিয়ে কেঁদে কেঁদে নিজের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থণা করে এবং হজ্বের কবুলিয়্যতের আকাঙ্খী হয়ে পাগলপারা অবস্থায়-

"لَبَّيْكَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ط اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ط لَا شَرِيْكَ لَكَ ط"

www.dawateislami.net

এর ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলে এবং দোয়া ও ইস্তিগফারে ব্যস্ত থাকে। হে হজ্বের ফরম পূরনকারী আশিকানে রাসূল! হে হজ্বের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী আশিকানে রাসূল! আপনাদের সকলের মোবরক হোক, সেই খানায়ে কাবার, যা শুধুমাত্র ছবিতে দেখে দেখে নয়ন জুড়াতেন, প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিতেন এবং দীদারের আকাঙ্খায় অশ্রু ঝরাতেন, যার দীদারের আগ্রহে একটি বড় অংকের টাকা সঞ্চয় করেছেন, সারা জীবন যেই পাক দরবারের হাজিরির জন্য না শুধু নিজেই আপনি দোয়া করেছেন বরং অন্যদের দ্বারাও করিয়েছেন। তাছাড়া এই আশায় দিন কাটিয়েছেন যে, হয়তো আমারও কখনো এই পবিত্র দরবারের হাজিরি নসীব হবে, আমিও জাগ্রতাবস্থায় নিজের চোখেই খানায়ে কাবার যিয়ারত করবো, সেখানে গিয়ে জমজমের পানি পান করা নসীব হবে, মুলতাজিমকে আঁকড়ে ধরে নিজের মনের আকাংখা শুনাবো, বিভিন্ন পবিত্রতম স্থানে গিয়ে কেঁদে কেঁদে মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির ভিক্ষা প্রার্থণা করবো, মোবরক হোক! কিছুদিনের মধ্যেই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারা সেই মহত্বপূর্ণ শহরের মনোরম পরিবেশের বরকত অর্জন করবেন এবং জাগ্রতাবস্থায় নিজের কপালের চোখে খানায়ে কাবার নূরানীয়্যত ও তাজাল্লি সমূহের দৃশ্য অবলোকন করে নিজের পিপাসা নিবারণ করবেন। **আল্লাহ তাআলা** আপনাদের হজ্বকে হজ্জে মকবুল বানিয়ে দিন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হজ্ব সম্পাদন কারীদের মাদানী প্রশিক্ষন করতে গিয়ে বিভিন্ন মাদানী মুযাকারায় মাদানী ফুল দিয়ে ধন্য করেছেন:

✪ হাজী যখন **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘরের যিয়ারতের আশা করে, তখন তার অন্তরে যেন **আল্লাহ তাআলা**র ভালবাসার প্রদীপ হয়, এবং সীনা (বুক) যেন ইশ্‌কে রাসূলের মদীনা (শহর) হয়, তবে বিষয়ই অন্য রকম হবে!

✪ হাজীর সাথে সফরে কমপক্ষে একজন পাক্কা (সুন্নী) মসলকের অনুসারী, **ইয়া রাসূলাল্লাহ**! পাঠকারী আলিমে দ্বীন হওয়া চাই, যেন সেখানে কদমে কদমে শরীয়াতের পথনির্দেশনা নেওয়া যায় এবং ঈমান হিফাযাতেরও ব্যবস্থা হবে।

www.dawateislami.net

✪ আহ! হজ্ব সম্পাদনকারী "হাজী" বলানোর নিয়্যতে নয় বরং **আল্লাহ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্যই যেন হাজী হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হারামাঈন তায়্যিবাঈন এর নূরানী দৃশ্যের স্বরণে ভরা আকাঙ্খীত মনে নিজের এক কালামে বলেন:

হজ্ব কা সফর ফির এ্যা মওলা নসীব হো, আরাফাত কা মীনা কা নাযারা নসীব হো।
কাবে কে জলওয়াও সে দিল মুদতর হো কাশ! শাদ, লুতফে তাওয়াফে খানায়ে কাবা নসীব হো।
মক্কে মে উন কি জায়ে বিলাদত পে ইয়া খোদা, ফির চশমে আশকবার জামানা নসীব হো।
হাম জা'কে খোব লুটে মদীনে কি ধুল পর, আখোঁ মে খাকে তায়্যিবা লাগানা নসীব হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৯,৯০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ
"এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের অবৈধ রীতিনীতি থেকে বাঁচার মানষিকতা পাওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য ১২ মাদানী কাজে বেশী বেশী অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ "এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত" এ ভরপুর ভাবে অংশগ্রহন করুন। নেকীর দাওয়াত দেয়া এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং স্বয়ং **সায়্যিদুল আম্বিয়া, মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিলো, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সমস্যা ও কষ্ট সহ্য করার পরও "اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ" (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা) এর মহান কাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদন করেন।

www.dawateislami.net

আমদেরও সময় বের করে এই মহান মাদানী কাজে আগ বেড়ে অংশগ্রহণ করা উচিৎ। এছাড়াও প্রতি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর মাদানী চ্যানেলে সরাসরি অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারায়ও অংশগ্রহন করার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং প্রতি মাসে তিন (৩) দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্যও অর্জন করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে। আসুন! উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

১৯ বছরের পুরোনো রোগ

বাবুল মদীনা (করাচী, পাকিস্তান) এর এলাকা নাযিমাবাদ এর স্থানীয় এক বৃদ্ধ ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলায় অর্জিত বরকতের আলোচনা কিছুটা এভাবে করেন যে, আমি প্রায় ১৯ বছর যাবৎ শ্বাস কষ্টে ভুগছিলাম। অনেক সময় রোগের তীব্রতায় আমি খুবই কষ্ট অনুভব করতাম। কখনো মাঝরাতে রোগ বেড়ে গেলে তখন ডাক্তারের কাছে যেতে হতো, মোটকথা আমি অনেক দুঃশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। চিকিৎসায় কোন কমতি করিনি। প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫০ টাকা ঔষধের জন্য খরচ হতো, যার কারণে সাময়িক ভাবে তো উপশম হতো, কিন্তু স্থায়ীভাবে আমার প্রশান্তি আসছিলো না। সারাক্ষণ এই চিন্তা ও পেরেশানীতে অস্থির থাকতাম যে, কিভাবে এই রোগ থেকে আরোগ্য পাওয়া যাবে। আমার সৌভাগ্য যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সাথে একবার ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিলো। মাদানী কাফেলার বরকতে যেমন আমার দিন রাত **আল্লাহ তাআলা**র ইবাদতে কাটলো এবং ইলমে দ্বীন অর্জনের সুযোগ হয়েছিলো, তেমনি আমার অন্যান্য বরকতও অর্জিত হয়েছিলো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই তিন দিনে আমার কোন ইনজেকশনের প্রয়োজন হলো না, কোন ডাক্তারের কাছেও যেতে হলো না, বরং মাদানী কাফেলায় এমন প্রশান্তি অনুভুত হলো যে, যা এর পূর্বে কখনো হয়নি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে আমার ১৯ বছরের পুরোনো রোগে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলো। এখন আমি নিয়্যত করছি যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রতি মাসে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করবো।

www.dawateislami.net

দিল মে গর দরদ হো দর সে রুহ যরদ হো, পাও গে ফরহাতেঁ কাফেলে মে চলো।
আফতোঁ সে না ডরে, রাখ করম পর নযর, লেনে আ'সাইশেঁ কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়টি মনে রাখবেন যে, মকবুল হজ্বের মর্ম অনেক ব্যাপক, সম্ভবত এই কারণেই অনেক ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তাঁদের কিতাবে মকবুল হজ্বের কবুলিয়্যতের বিভিন্ন শর্তসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাছাড়া মকবুল হজ্বের ফযিলতপূর্ণ হাদীসে মোবরাকার ভাষ্যমতে খুবই স্পষ্ট ভাবে এর নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! মকবুল হজ্বের শর্তসমূহ ও এর নিদর্শন সমূহ শ্রবণ করি, যেন হজ্বের সৌভাগ্য অর্জনে আমরাও এবং বিশেষ করে এই বছর **আল্লাহ তাআলার** ঘরের মেহমান হওয়া মুসলমানগন এ থেকে অর্জিত মাদানী ফুলগুলো নিজের মাদানী পুষ্পদানীতে সাজিয়ে মকবুল হজ্বের সুসংবাদ অর্জনকারীদের মধ্যে নিজের নাম লিখিয়ে নিতে পারে।

সদরুশ শরীয়াত, বদরুত তরীকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ

(পারা-২, সূরা বাকারা, আয়াত-১৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তবে না স্ত্রীদের সামনে সম্ভোগের আলোচনা করা হবে, না কোন গুনাহ, না কারো সাথে ঝগড়া।

আর এই বিষয় সমূহ থেকে সবচেয়ে বেশী দুরে থাকা উচিৎ, যখন রাগ আসে বা ঝগড়া হয় বা কোন গুনাহের খেয়াল আসে, তখন সাথে সাথেই অবনত মস্তকে অন্তরের দিকে মনযোগ দিয়ে এই আয়াতের তিলাওয়াত করুন এবং একবার لا حول শরীফ (অর্থাৎ- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم) পাঠ করুন, এই ধারণা চলে যাবে। শুধু তাই নয়, ঝগড়া তার থেকে শুরু হোক বা তার সঙ্গী থেকে বরং অনেক সময় পরীক্ষামূলক ভাবে চলাচলকারীদের মধ্যে বাধিঁয়ে দেয়া হয় যে, অকারণে বিভ্রান্ত হয়ে যায় এমনকি গালা-গালী এবং অভিশাপ করতেও দ্বিধা করে না, সুতরাং হাজীদের সর্বদা সর্তক থাকা উচিৎ, **আল্লাহ** না করুন দু'এক বাক্যের জন্য পুরো মেহনত ও টাকা নষ্ট হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৬ষ্ট অধ্যায়, ১/১০৬০-১০৬১, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! গুনাহের কাজ এবং লড়াই ঝগড়া করা তো সব জায়গায় সম্ভব, কিন্তু যেহেতু হজ্ব একটি মহান ও সম্মানিত ইবাদত, সেহেতু ঐ ইবাদতের মাঝে এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকার বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।

(সীরাতুল জিনান, পারা-২, আল বাকারা, ১৯৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, ১/৩১৪, সংক্ষেপিত)

চুমু আরব কি ওয়াদিয়াঁ আয় কাশ! জাকে পের, সেহরা মে উন কে গুমনা পেরনা নসীব হো।
কাবে কে জলওয়োঁ সে দিলে মুদতার হো কাশ! শাদ, লুতফে তাওয়াফে খানায়ে কাবা নসীব হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৯ পৃষ্ঠা)

আসুন! এবার আমরা মকবুল হজ্বের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

মকবুল হজ্বের নিদর্শন

হুজ্জাতুল ইসলাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে, হজ্ব কবুলিয়্যতের একটি নিদর্শন এও যে, হাজী পূর্বে যে সকল নাফরমানী মূলক কাজে অভ্যস্ত ছিলো, তা ছেড়ে দেবে এবং নিজের মন্দ বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে নেককারদের সঙ্গ অবলম্বন করবে, খেলা-ধুলা এবং উদাসিনতার আড্ডা ছেড়ে যিকির ও ফিকিরের এবং অন্তর জাগ্রতকারী মাহফিলে অংশগ্রহন করবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৮০৩)

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাতে মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হজ্জে মাবরুর তথা মকবুল হজ্বের নিদর্শনই হলো যে, পূর্বের থেকে উত্তম হয়েই ফিরা। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৬৭)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (হাজীদের উচিৎ) প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সফরের খরচ নিয়ে সঙ্গীদের সাহায্য এবং গরীবদের প্রতি সদকা করতে থাকা, কেননা এটা মকবুল হজ্বের নিদর্শন। (বাহারে শরীয়াত, ৬ষ্ট অধ্যায়, ১/১০৫১, সংক্ষেপিত)

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মকবুল হজ্ব হচ্ছে সেই হজ্ব, যা পালনে হাজী কোন গুনাহের কাজ করে না, না লোকদেখানো বা সুনামের কোন সন্দেহ থাকে, বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। (বেহেশতের কুঞ্জি, পৃষ্ঠা১০৭, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

(অপর এক জায়গায় বলেন: হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময়) টাকা-পয়সা সফরের খরচ যা কিছু সাথে নিবেন, অবশ্যই হালাল সম্পদ থেকে নিবেন, নয়তো হজ্ব মকবুল হওয়ার আশা নাই, যদিওবা ফরয আদায় হয়ে যাবে, যদি নিজের সম্পদে কোন সন্দেহ থাকে তবে উচিৎ যে, কারো নিকট থেকে ঋণ নিয়ে হজ্বে যাওয়া এবং তা নিজের সম্পদ থেকে আদায় করা, টাকা-পয়সা সফরের খরচ প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশীই নিন, যেন নিজের সঙ্গীদের সাহায্য করা যায় এবং গরীবদেরকে সদকা করা যায়, কেননা এটা মকবুল হজ্বের নিদর্শন। (জান্নাতী জেওর, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও বিভিন্ন স্থানে মকবুল হজ্বের নিদর্শন বর্ণনা করেছেন:

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ➲ মকবুল হচ্ছে তাই, যা ঝগড়া-বিবাদ, গুনাহ এবং লোক দেখানো থেকে পবিত্র এবং সঠিকভাবে আদায় করা হয়েছে। (মীরাতুল মানাযিহ, ৪/৮৭, সংক্ষেপিত) ➲ মকবুল হজ্ব হয়ই সেটাই, যা নামায ইত্যাদি আদায় করে করা হয়। (মীরাতুল মানাযিহ, ৪/১৪৬) ➲ মকবুল হজ্ব অর্থাৎ সেই হজ্ব, যাতে গুনাহ থেকে বাঁচা যায় বা সেই হজ্ব যাতে লোক দেখানো এবং প্রসিদ্ধি অর্জন থেকে বাঁচা যায়। ➲ মকবুল হজ্ব হচ্ছে, যার পর হাজী মৃত্যু পর্যন্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, হজ্ব নষ্ট করার মতো কোন আমল করবে না।

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ➲ মকবুল হজ্ব হচ্ছে, যার পর হাজী দুনিয়া থেকে উদাসীন এবং আখিরাতের আগ্রহী হয়েই থাকে, বা ➲ মকবুল হজ্ব হচ্ছে তা'ই, যা হাজীর অন্তর নরম করে দেয় যে, তার অন্তরে জ্বালা এবং চোখ অশ্রুসিক্ত থাকে। (মীরাতুল মানাযিহ, ৫/৪৪১, সংক্ষেপিত) ➲ মকবুল হজ্ব হচ্ছে, যে হালাল উপার্জন এবং সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, একনিষ্ঠতা সহকারে হয়ে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এমন কোন কাজ না করা যার কারণে হজ্ব নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ মকবুলের প্রতিদান দুনিয়াবী আহার এবং গুনাহের ক্ষমা বা দোযখ থেকে মুক্তি বা আযাব কম হওয়ার আকারে হবে না বরং জান্নাত অবশ্যই অর্জিত হবে।

(মীরাতুল মানাযিহ, ৪/৯৬, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

হজ্ব কা শরফ হো ফির আতা ইয়া রাব্বে মুস্তফা মীঠা মদীনা ফির দিখা ইয়া রাব্বে মুস্তফা
দে'দে তাওয়াফে খানায়ে কাবা কা ফির শরফ ফরমা ইয়ে পুরা মুদ্দা'আ ইয়া রাব্বে মুস্তফা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা১২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মকবুল হজ্বের নেয়ামত পাওয়ার জন্য ইখলাস (একনিষ্ঠতা) থাকাটা এবং রিয়াকারী (লোক দেখানো) থেকে বাঁচা খুবই জরুরী। মনে রাখবেন! ইখলাস হচ্ছে কবুলিয়্যতের চাবি, ইখলাস ছাড়া করা বড় বড় আমলও **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে কবুল হয় না, সুতরাং হাজী যদি ইখলাসের দৌলত দ্বারা ধন্য হয় তবে এটিই হজ্ব মকবুলের নিদর্শন, যেহেতু লোক দেখানো, প্রশংসা লোভী এবং প্রসিদ্ধির আকাঙ্খা অন্যান্য নেক আমলের পাশাপাশি হজ্ব কবুলিয়্যতের পথে বড় বাধা।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার লিখিত কিতাব **"রফিকুল হারামাঈন"** এ বলেন: **মনে রাখবেন!** প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য ইখলাছ শর্ত। **আফসোস!** এখন ইলমে দ্বীন এবং উত্তম সঙ্গ থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারণে আমাদের অধিকাংশ ইবাদত রিয়াকারীর আওতাভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে এখন আমাদের সকল কাজে লোক দেখানো, লৌকিকতার প্রবেশ অবশ্যই বুঝা যাচ্ছে। অনুরূপ এখন হজ্বের মত অত্যাধিক পূণ্যময় ইবাদতও লৌকিকতার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। যেমন আমাদের অনেক ভাই হজ্ব পালন করার পরে নিজেকে নিজে হাজী বলে। এবং নিজ কলমে নিজ নামের পূর্বে হাজী লিখে থাকে। হয়ত আপনি মনে করতে পারেন তাতে ক্ষতি কি? হ্যাঁ! বাস্তবে তাতে কোন ক্ষতিও নেই। যখন মানুষেরা আপনাকে নিজ ইচ্ছায় হাজী সাহেব বলে সম্বোধন করবে। তবে বর্তমানে তো লৌকিকতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য তামাশা যে, যখন হাজী সাহেব হজ্বে আসা-যাওয়া করে তখন কোন প্রকারের ভাল ভাল নিয়্যত ছাড়াই পূর্ণ দালান রঙ্গিন বাতি দ্বারা সাজানো হয়। আর ঘরে 'হজ্ব মোবারক' নামে হজ্বের বোর্ড লাগিয়ে দেয়া হয়। বরং তাওবা! তাওবা!! দেখা যায় কোথাও কোথাও হাজী সাহেব তো ইহরাম পরিহিত অবস্থায় সুন্দর সুন্দর ছবি উঠায়।

www.dawateislami.net

আসলে এগুলো কি? পলাতক হতভাগা পাপী বান্দা হয়ে, নিজ **রব তাআলার** দরবারে এভাবে ধুম ধাম করে যাওয়া আপনি কি উচিৎ মনে করেন? না, কখনো না। বরং কান্নারত অবস্থায় আফসোস করতে করতে ভীত কম্পিত হৃদয়ে নম্র অবস্থায় হাজিরী দেওয়াই উচিত।

সম্ভবত নামায রোযা ইত্যাদির তুলনায় হজ্বে অনেক বেশী বরং প্রতি কদমে কদমে রিয়াকারীর আপদ সমূহ সামনে আসে। হজ্ব এমন একটি ইবাদত যা প্রথমতো প্রকাশ্য ভাবে করা হয়, আর দ্বিতীয়ত প্রত্যেকের তা নসীব হয়না। এজন্য লোকেরা বিনম্রভাবে সাক্ষাত করে, খুব সম্মান প্রদর্শন করে, হাতে চুমু দেয়, ফুলের মালা পরায়, দোয়ার আবেদন করে। এসব জায়গায় হাজী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, কেননা লোকদের বিশ্বস্থতামূলক আচরণের মধ্যে কিছু এমন স্বাদ থাকে যে, যার কারণে ইবাদতের বড় থেকে বড় কষ্টকেও ফুল মনে হয় এবং অনেক সময় বান্দা আত্ম গৌরব এবং রিয়াকারীর ধ্বংসলীলার অতল গহ্বরে পতিত অবস্থায় থাকে কিন্তু তার এসবের ব্যাপারে খবরও থাকেনা। তার মনে চাই যে, সব লোক আমার হজ্বে যাওয়ার বিষয়টি জানুক, যেন আমার সাথে এসে মিলিত হয়। মোবারকবাদ পেশ করে, উপহার দেয়, আমার গলায় ফুলের মালা পরিধান করিয়ে দেয়, আমার নিকট দোয়ার জন্য আরজ করে, মদীনাতে সালাম আরজ করার জন্য খুবই বিনিতভাবে আবেদন করে, আর আমাকে বিদায় জানানোর জন্য এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আসে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রবৃত্তির চাহিদাসমূহের সমাহার এবং ইলমে দ্বীন না থাকার কারণে হাজী অনেক সময় "শয়তানের খেলনাতে" পরিণত হয়, এজন্য শয়তানের ধোকা থেকে সাবধান থাকতে গিয়ে নিজের মনের মধ্যে খুবই বিনম্রতা সৃষ্টি করুন। প্রদর্শনীর ভাব থেকে নিজেকে বাঁচান। খোদার কসম! রিয়াকারীর শাস্তি কারো পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে না। **(রফিকুল হারামাঈন, ৪২-৪৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**নেকীর দাওয়াত** (১ম খন্ড)" এর ৭৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস শরীফ রয়েছে;

www.dawateislami.net

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে, যার থেকে জাহান্নাম প্রতিদিন ৪০০ বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। **আল্লাহ তাআলা** এই উপত্যকা উম্মতে মুহাম্মদীয়া عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ঐ সকল রিয়াকারদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যারা কুরআনের হাফেজ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সদকাকারী, **আল্লাহ তাআলা**র ঘরের হাজী এবং **আল্লাহ তাআলা**র পথে বের হওয়ার মুসাফির ব্যক্তির জন্য।"

(আল মু'জামুল কাবীর, ১২তম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮০৩)

আতা করদে ইখলাস কি মুঝ কো নে'মত,
না নজদীক আ'য়ে রিয়া ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা১০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ! আল্লাহ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো, রিয়াকারীর মতো বিষাক্ত রোগ আমাদের মাঝে কিভাবে ধ্বংসাত্মতা ছড়িয়ে দেয় যে, এর ভয়াবহতায় না শুধু কোরআনের হিফজ, সদকা, হজ্ব এবং **আল্লাহ তাআলা**র পথে বের হওয়ার মতো বড় বড় নেককাজ সম্পাদনকারীর নিজের নেকী থেকে খালি হাতে ফিরে যেতে হয় বরং **আল্লাহ তাআলা**র পানাহ! জাহান্নামের এক ভয়ানক উপত্যকাই তার ঠিকানা হয়ে যায়। সুতরাং যদি অভিশপ্ত শয়তান আমাদের হজ্ব বা যে কোন ইবাদতে রিয়াকারী করা, মান-সম্মানের আকাঙ্খা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেন **আল্লাহ তাআলা**র অমুখাপেক্ষীতাকে ভয় করি এবং নিজেকে এভাবেই বুঝাই যে, লোকেরা আমার প্রশংসায় দু'এক বাক্য বলে দেয় বা আমাকে প্রশংসিত দৃষ্টিতে দেখা, বা আমার প্রসিদ্ধি অর্জিত হওয়া, নফসের জন্য অবশ্যই খুশির বিষয় কিন্তু তাদের প্রশংসা না আমার সাওয়াবে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং কিয়ামতের মাঠে আমাকে সফল করতে পারে, সুতরাং যদি আমি লোকের প্রশংসায় রিয়াকারীর আপদে গ্রেফতার হয়ে যাই, তবে আমার ইবাদত কবুলিয়্যতে মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না, সুতরাং এরূপ প্রশংসা পাওয়ার আশা করে কি লাভ? আমি লোকদের দেখানোর জন্য নেক আমল কেন করবো, আমাকে শুধুমাত্র **আল্লাহ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

যদি রিয়াকারীর শয়তানী কুমন্ত্রণার জন্য আমরা নিজেকে এভাবে বুঝাই এবং নিজের নফসকে আয়না দেখাই তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ রিয়াকারী থেকে অনেকাংশে বাঁচতে পারবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"রফিকুল হারামাঈন" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্বের ফযিলত ও মাসআলা-মাসায়িল জানার জন্য এবং রিয়াকারীর আপদ থেকে মুক্তির জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব **"রফিকুল হারামাঈন"** অধ্যায়ন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তিনি এই কিতাবে হজ্ব ও ওমরা করার নিয়্যতসমূহ, এর পদ্ধতি, সফরের ২৬ মাদানী ফুল, ইহরাম পরিধানের নিয়ম, বিভিন্ন দোয়া, চিত্তাকর্ষক ঘটনা, প্রয়োজনীয় সতর্কতা, রিসালতের দরবারে হাজিরির মাদানী ফুল, মক্কা মদীনার পবিত্রতম স্থান সমূহের উপকারী তথ্য, হজ্ব সম্পর্কীত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর এবং আরো অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করেছেন, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার শাখা থেকে ক্রয় করে নিজেও অধ্যায়ন করুন এবং অন্যকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন, বরং যদি সম্ভব হয় সাওয়াবের নিয়্যতে সার্মথ্য অনুযায়ী বেশী পরিমান ক্রয় করে হজ্ব যাত্রীদের মাঝে উপহার স্বরূপ পেশ করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড (**Download**) এবং প্রিন্ট আউটও (**Print Out**) করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি হজ্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ব্যাপারেও **আল্লাহ তাআলা**র নেক বান্দাদের কর্মপদ্ধতি সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিৎ, **আল্লাহ তাআলা**র প্রিয় বান্দাদের হজ্ব সম্পাদন বড়ই সৌন্দর্যমন্ডিত, রাত-দিন নিজ মালিক ও মাওলার স্বরণ এবং তাঁর আনুগত্যে ব্যস্ত থাকা আর হজ্বের আরাকান সমূহের পরিপূর্ণভাবে আদায় করা এবং

www.dawateislami.net

হজ্ব কবুল হওয়ার বাধাগ্রস্থ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার পরও তাঁদের মধ্যে এমন ভয় বিরাজ করতো যে, আমাকে যেন এই পাক দরবার থেকে বের করে দেয়া না হয়। অথচ **আল্লাহ তাআলার** দরবারে এই মোবরক ব্যক্তিত্বদের মহত্বপূর্ণ কবুলিয়্যতের কারণেই অনেক সময় সকল হাজীদের হজ্ব কবুল করা হয়। আসুন! হজ্বের দু'টি (২) ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি এবং নসীহতের মাদানী ফুল গ্রহণ করি।

"لَبَّيْك" বলতেই বেহুশ হয়ে গেলেন

আহলে বাইত খান্দানের প্রদিপ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করলেন, যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইহরাম পরিধান করলেন এবং বাহনে আরোহন করলেন, তখন চেহারা মোবরক হলুদ হয়ে গেলো, থরথর করে কাঁপতে লাগলেন এবং لَبَّيْك বলতে পারছিলেন না। আরয করা হলো: আপনি لَبَّيْك কেন পড়ছেন না? বললেন: আমার ভয় হয় যে, যদি আমি لَبَّيْك বলি এবং উত্তরে لَا لَبَّيْك বলে দেয়া হয়! তাঁকে বলা হলো যে, (হুযুর!) ইহরাম পরিধান করার পর (হজ্বের নিয়্যত করার পর কমপক্ষে একবার) لَبَّيْك বলা জরুরী, সুতরাং যখনই তিনি لَبَّيْك বললেন তখনই বেহুশ হয়ে বাহন থেকে পড়ে গেলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মধ্যে এমনই অবস্থা বিরাজ করছিলো, এই অবস্থাতেই তিনি হজ্ব সম্পন্ন করলেন। **(তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৬৭০, হাদীস নং-৪৮৫৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদাতুনা রাবেয়া আদবীয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর হজ্ব

হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া আদাবীয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا খালি পায়ে হেঁটে হজ্ব করেন এবং **আল্লাহ তাআলা** তাঁকে যা খাবার দান করতেন তা ঈসার তথা অন্যদের দিয়ে দিতেন। যখন তিনি কাবা শরীফের নিকট পৌঁছলেন তখন বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। আর যখন হুশ ফিরে আসলো তখন নিজের গাল বায়তুল্লাহ শরীফের (চৌকাঠে) রেখে আরয করলেন:

www.dawateislami.net

ইয়া আল্লাহ! এটা তোমার বান্দাদের আশ্রয়স্থল এবং তুমি তাদের ভালবাস, **মাওলা**! এখন তো চোখের পানিও ফুরিয়ে গেছে। অতঃপর তাওয়াফ করলেন এবং সা'ঈ করলেন, যখন ওকুফে আরাফার ইচ্ছা করলেন তখন ঋতুবর্তীতার দিন (মহিলাদের প্রতি মাসের নির্দিষ্ট অপবিত্রতার দিন) শুরু হয়ে গেলো, কান্না করতে করতে আরয করলো: ইয়া মালিক ও মাওলা! যদি এই ব্যাপারটি তুমি ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তবে আমি অবশ্যই তোমার নিকট অভিযোগ করতাম, কিন্তু এটাতো তোমারই মর্জিতে হয়েছে, সুতরাং অভিযোগ কিভাবে করবো! এই কথা বলতেই অদৃশ্যের আহ্বানকারী ফিরিশতার পক্ষ থেকে আওয়াজ আসলো: হে রাবেয়া! আমি তোমার কারণে সকল হাজীদের হজ্ব কবুল করে নিয়েছি এবং তোমার এই স্বল্পতার কারণে তাদেরও ঘাটতিগুলো পুরো করে দিয়েছি। (আর রওযুল ফায়েক, ৬০ পৃষ্ঠা)

খোদা! হজ্ব পে বুলা আ'কে মে কাবা দে'খোঁ, কাশ! ইকবার মে ফির মীঠা মদীনা দে'খোঁ।
ফির মুয়াস্সর হো মুঝে কাশ! ওকুফে আরাফা, জলওয়া মে মুজদালিফা আউর মীনা কা দে'খোঁ।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত দু'টি ঘটনা শুনে কল্পনা করা যায় যে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের হজ্ব, **আল্লাহ তাআলা** দরবারে কবুলিয়্যতের কোন মহান স্তরে থাকে। হজ্ব সম্পাদনের সময় হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ঈসারের জযবা প্রশংসার দাবীদার যে, তিনি নিজের খাবারও **আল্লাহ**র রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন, কিন্তু নিজে ক্ষুধার্ত থাকতেন, হজ্ব পালনকালে ঋতুবর্তীতার সময় আসার পরও মুখে অভিযোগের ভাব আনার পরিবর্তে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলেন, আর **আল্লাহ তাআলা** তাঁর এই কাজকে এতই পছন্দ করলেন যে, তিনি তাঁর ওসীলায় সকল হাজীর হজ্ব কবুল করেন। বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমাদের সকলের জন্যই নসীহতের মাদানী ফুল বিদ্যমান, যদি ভাগ্য সহায় হয় এবং আমাদের মধ্য হতে কারো **আল্লাহ তাআলা**র পক্ষ থেকে হজ্বের সৌভাগ্য নসীব হয় আর এই মহত্বপূর্ণ সফরে আমাদের কোন দুঃখ আসে, যেমন- হজ্ব পালনের সময় গরমের তীব্রতা বেশী হয়ে যায়, অসুস্থ হয়ে যাই, মাল-পত্র বা টাকা পয়সা চুরি হয়ে যায়,

www.dawateislami.net

ভাল খাবার ব্যবস্থা না হয় বা এছাড়াও অন্য কোন বিপত্তি ঘটে তবে পূর্বেই মানষিকতা বানিয়ে নেয়া উচিৎ যে, এই সমস্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াব ও প্রতিদানের ভান্ডার অর্জনের চেষ্টা করবো, আশিকদের জন্য তো এই মোবরক সফরের কাঁটাও ফুলের মতো মনে হয়, যেহেতু সৃষ্টির নিকট নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করা অবশ্যই জ্ঞানী এবং মাহবুব বান্দাদের নীতি নয়।

মক্কা ভি হো নসীব মদীনা নসীব হো, দশতে আরাব নসীব হো সেহরা নসীব হো।
কাবে কে জলওয়োঁ সে দিলে মুদতর হো কাশ! শাদ, লুতফে তাওয়াফে খানায়ে কাবা নসীব হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হজ্ব ও ওমরা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা অনেক সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ তাআলা** আমাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ দান করেছেন, **আল্লাহ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে **দা'ওয়াতে ইসলামী** তবলীগে দ্বীনের ১০৩টি বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রসারে সদা ব্যস্ত, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"হজ্ব ও ওমরা মজলিশ"**। যা হজ্ব ও ওমরায় গমনকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের প্রশিক্ষণ করানো, তাদের বারগাহে খোদাওয়ান্দি ও বারগাহে মুস্তফার আদব এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়িল শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই মজলিশে অর্ন্তভূক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইয়েরা প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমি বসন্তে হজ্ব ক্যাম্পে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, আর মুবাল্লিগাত ইসলামী বোনের মহিলা হাজীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মজলিশের আওতায় হজ্ব ও যিয়ারতে মদীনার জন্য মক্কা মদীনা গমনকারীদেরকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব **"রফিকুল হারামাঈন"** এবং **"রফিকুল মু'তামিরিন"** উপহার স্বরূপ দেয়া হয়, যেন **আল্লাহ তাআলা**র ঘরের মেহমান এবং হাবীবে খোদা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকগণ এই ইবাদতকে সহজ ভাবে আদায় করতে সফল হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর প্রতি নিজেও খুবই আগ্রহী এবং উম্মতে মুসলিমাকেও নেকীর প্রতি উদ্ভুদ্ধ করতেই থাকেন, তিনি "হজ্ব ও সফরে মদীনার ১৯ মাদানী ইনআমাত" প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। এই মাদানী ইনআমাতের আমলকারীদের তিনি যে দোয়া করেছেন, আসুন! তা শ্রবণ করি:

"ইয়া রব্বে মুস্তফা! যে ওমরা শরীফের সফরে এই মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী নিজের সময় অতিবাহিত করে, তাকে মৃত্যুর সময় **মাহবুবে**র জলওয়া দেখাও"। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে প্রত্যেক হাজীর এই আশা থাকে যে, সে হজ্বের বরকত এবং এর দ্বারা অর্জিত পরকালীন উপকারীতা ও প্রতিদান সঞ্চয় করেই ফিরবে এবং তাকে যেন সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে গন্য করা হয়, যাদের হজ্ব **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে কবুলিয়্যতের মর্যাদা পায়, সুতরাং যেই সৌভাগ্যবানদের হজ্ব এবং ওমরার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, তাদের উচিৎ ভালভাবে ভেবে দেখা যে, যেই সম্পদ দিয়ে সে হজ্ব ও ওমরায় যাচ্ছে, তা কি হালাল ও পবিত্র? নাকি নয়। কেননা হজ্বের কবুলিয়্যতের নিদর্শণের মধ্যে একটি নির্দশন এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই হজ্ব হালাল সম্পদ দ্বারা করা হয়, মনে রাখবেন! শুধু হজ্ব নয় বরং সকল প্রকার আর্থিক ইবাদতের জন্য জরুরী যে, তা পাক ও হালাল অর্থ দ্বারা আদায় হোক। আসুন! এই সম্পর্কে দু'টি শিক্ষণীয় হাদীস শরীফ শ্রবণ করি এবং খোদাভীতিতে কেঁপে উঠি।

(১) যখন কোন হাজী হালাল সম্পদ সহকারে হজ্বের জন্য বের হয় এবং নিজের বাহনের রিকাবে পা রেখে (অর্থাৎ সফরের ইচ্ছা পোষণ করে) لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك বলে, তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করে لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْك তোমার পথখরচ হালাল, তোমার বাহন হালাল, তোমার হজ্ব মকবুল এবং

www.dawateislami.net

তুমি গুনাহ থেকে পবিত্র আর যখন কোন হাজী হারাম সম্পদ সহকারে হজ্বের জন্য বের হয় এবং নিজের বাহনের রিকাবে পা রেখে (অর্থাৎ সফরের ইচ্ছা পোষণ করে) لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলে, তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করে لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ তোমার পথখরচ হারাম এবং তোমার সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ হারাম আর তোমার হজ্ব মকবুল নয়। (মু'জামুল আওসাত, ৪/৬৫, হাদীস নং-৫২২৮)

(২) যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ অর্জন করে অতঃপর তা খরচ করে, তবে তাকে এতে বরকত দেয়া হয় না, সদকা করলে কবুল হয়না এবং তা রেখে মারা গেলে তবে তা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ২/৪৩, হাদীস নং-৩৬৭২)

হারাম সম্পদ দ্বারা হজ্ব করার বিপদ

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৩তম খন্ডের ৫৪১ পৃষ্ঠায় বলেন: সুদের টাকায় যে নেক কাজ করা হয়, তাতে সাওয়াব পাওয়া যায় না। হাদীস শরীফে রয়েছে: যে হারাম সম্পদ দ্বারা হজ্বে গমন করে, যখন لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলে, **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করেন: না তোমার لَبَّيْكَ কবুল এবং না তোমার খেদমত কবুল আর তোমার হজ্ব বিতাড়িত। (ইত্তেহা ছিফুস সা'দাত, ২য় অধ্যায়, ৪/৭৬৭) এমনকি যে, এই হারাম সম্পদ যা তোমার দখলে রয়েছে, তা তার হকদারকে ফিরিয়ে দাও। হাদীসে পাকে রয়েছে: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا অর্থাৎ হে লোকেরা! নিশ্চয় **আল্লাহ তাআলা** পবিত্র, পবিত্র জিনিষই কবুল করেন।

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০১৫)(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৫৪২-৫৪৬, সংক্ষেপিত)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের একটি কালামে উম্মতে মুসলিমাকে হারাম সম্পদের ভয়াবহতা থেকে বাঁচানোর জন্য যেন নসীহতের মাদানী ফুল প্রদান করছেন:

নারে দোযখ মে না লে জায়ে কাহিঁ মালে হারাম, করলো তওবা ছোড় দো এ্য ভাইয়ু! সব হের ফের।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই হারাম সম্পদের ভয়াবহতার পরিণাম খুবই বিপদজনক হয়ে থাকে, এই হজ্ব ও সদকার মতো বড় বড় ইবাদতও না শুধু নষ্ট করে দেয়, বরং হারাম সম্পদ মৃত্যুর পর **আল্লাহ**র পানাহ! জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণও হতে পারে, সুতরাং হারাম সম্পদ দ্বারা হজ্ব সম্পাদনকারীরা হজ্ব কবুলিয়্যতের আশা করার পরিবর্তে **আল্লাহ তাআলা**র গোপন রহস্যকে ভয় করা উচিৎ, যদি হারাম সম্পদ দ্বারা করা হজ্বের কারণেই পাকড়াও করা হয়, তবে অপমান আর অপদস্ততা ছাড়া আর কিছুই হাতে আসবে না। তাই যারা হারাম সম্পদ দ্বারা কখনো হজ্ব করেছেন, তাদের উপর আবশ্যক যে, **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে হারাম সম্পদ দ্বারা হজ্ব করার, হারাম সম্পদ উপার্জন এবং হারাম খাওয়ানো থেকে সত্যিকার ভাবে তাওবা করা আর ভবিষ্যতে হারাম সম্পদ থেকে বেঁচে হালাল রিযিক উপার্জন এবং এর থেকে সদকা ও হজ্ব ইত্যাদি সম্পাদন করার পাক্কা অঙ্গীকার করা, তাছাড়া জমাকৃত হারাম সম্পদের ব্যাপারে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে শরীয়াতের দিক নির্দেশনা গ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারর্মম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা হজ্বে ফযিলত এবং মকবুল হজ্বের নিদর্শন সম্পর্কে শ্রবণ করলাম যে:

❋ মকবুল হজ্বের এক নিদর্শন এও যে, হাজী পূর্বে যে সকল নাফরমানী কাজে অভ্যস্ত ছিলো, তা ছেড়ে দেবে এবং নিজের মন্দ বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে নেককারদের সঙ্গ অবলম্বন করবে, খেলা-ধুলা এবং উদাসিনতার আড্ডা ছেড়ে যিকির ও ফিকিরের এবং অন্তর জাগরণকারী মাহফিলে অংশগ্রহন করবে।

❋ মকবুল হজ্বের একটি নিদর্শন হলো যে, পূর্বের থেকে উত্তম হয়েই ফিরবে।

❋ মকবুল হজ্বের একটি নিদর্শন হলো যে, (হাজীদের উচিৎ) প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সফরের খরচ নেয়া, যেন সঙ্গীদের সাহায্য এবং গরীবদের প্রতি সদকা করতে পারে।

www.dawateislami.net

❋ মকবুল হজ্বের একটি নিদর্শন হলো যে, হজ্ব সম্পাদনে হাজী কোন গুনাহের কাজ করবে না, না লোকদেখানো বা সুনামের কোন সন্দেহ থাকে, বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্যই হয়।

❋ মকবুল হজ্বের একটি নিদর্শন হলো যে, হজ্ব ঝগড়া-বিবাদ, গুনাহ এবং লোক দেখানো থেকে পবিত্র এবং সঠিকভাবে আদায় করা হয়েছে।

❋ মকবুল হজ্বের একটি নিদর্শন হলো যে, হজ্বের পর হাজী দুনিয়া থেকে উদাসীন এবং আখিরাতের আগ্রহী হয়েই থাকে, বা হাজীর অন্তর নরম করে দেয় যে, তার অন্তরে জ্বালা এবং চোখ অশ্রুসিক্ত থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদের সবাইকে মকবুল হজ্ব এবং সফরে মদীনার সৌভাগ্য নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" **(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)**

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিস্ওয়াকের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে মিস্ওয়াকের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

প্রথমে দু'টি **হাদীস শরীফ** লক্ষ্য করুন: ❋ মিস্ওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম।

(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮)

www.dawateislami.net

✱ মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস - ৫৮৬৯) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে এবং সুন্নাতের অনুস্মরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন। ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✱ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ নদীতে ডুবিয়ে দিন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড তাছাড় ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

তেরী সুন্নাতোঁ পে চল কর মেরী রূহ জব নিকাল কর,
চলে তুম গলে লাগানা মাদানী দমীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمআপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُথেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!

যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net